تسبيح كفارة أي دعاء ختم مجلس
Tasbīh Kaffārah or Du‘ā Khatam Majlis
তাসবীহ্ কাফ্ফারা বা মজলিস খতমের দু'আ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) مَنْ جَلَسَ فِيْ مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَالِكَ (سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ) إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِيْ مَجْلِسِهِ ذَالِكَ . رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ কেউ যদি কোন মজলিসে বসে এবং সেখানে অনেক বেশী অপ্রয়োজনীয় কথা বলা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে মজলিস থেকে উঠার সময় সে যেন বলে, ‘‘হে আল্লাহ্! পবিত্র তোমার সত্ত্বা, প্রশংসা তোমারি জন্য, আমি সাক্ষ্য দেই যে তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং তোমার কাছে তওবা করি।" তাহলে ঐ মজলিসে যা কিছু হয়েছিল তা সব মাফ করে দেয়া হবে। ইমাম তিরমিজী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান ও সহীহ্।

وَ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) يَقُوْلُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ (سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ) فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُوْلُهُ فِيْمَا مَضَى قَالَ ذَالِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُوْنُ فِيْ الْمَجْلِسِ - رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة وقال صحيح الإسناد.

আবূ বারজা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর শেষ বয়সে মজলিস (বৈঠক) থেকে ওঠার সময় বলতেনঃ ‘‘হে আল্লাহ্! পবিত্র তোমার সত্ত্বা, প্রশংসা তোমারি জন্য, আমি সাক্ষ্য দেই যে তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং তোমার কাছে তওবা করি।" এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি এখন এমন কথা বললেন যা এর আগে কখনো বলেননি।" তিনি বললেন, "এ কথাগুলো হলো এ মজলিসে যা কিছু হয়েছে তার কাফ্ফারা স্বরূপ। আবূ দাউদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ আয়িশা (রাঃ) থেকে তাঁর "মুসতাদরাক" গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এর সনদ সহীহ্।

Another Du‘a / Ab¨ Av‡iKwU `ÎAv

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُوْمُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوْ بِهَؤُلاَءِ الدَّعْوَاتِ (اللّٰهُمَّ أَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلْ مَصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا) . رواه الترمذي وقال حديث حسن

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন মজলিস খুব কমই ছিল যেখান থেকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) উঠতেন এবং এই দু'আগুলো পড়তেননাঃ "হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে তোমার এতটা ভীতি বন্টন করো যা আমাদের ও তোমার নাফরমানির মাঝে আড়াল হয়; আমাদেরকে তোমার এতটা আনুগত্য দান করো যা আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাবে; এবং আমাদের এতটা প্রত্যয় দান করো যা দুনিয়ার বালা-মুসিবতকে আমাদের জন্য সহজ করে দেয়। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের যতদিন জীবিত রাখো ততদিন আমাদের শ্রবনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্যান্য শক্তিকে আমাদের ওআরিস বানিয়ে দাও। আমাদের হিংসা ও প্রতিশোধ স্পৃহাকে সেই ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখো যে আমাদের উপর জুলুম্ করেছে। যে আমাদের সাথে শত্রুতা করে তার বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো; আমাদের দীনের মুসীবতের মধ্যে ফেলে দিয়োনা; দুনিয়াকে আমাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করোনা; এবং যারা আমাদের প্রতি রহমদিল নয় তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাবান করে দিয়োনা।" ইমাম তিরমিজী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান।

Compiled by Br. AbuSamihah Sirajul Islam

English Translation of the Ahādith with Commentary

Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported: Messenger of Allah (PBUH) said, "Whoever sits in a gathering and indulges in useless talk and before getting up supplicates: "Subhānaka Allāhumma wa bihamdika, ash-hadu an lā ilāha illā Anta, astaghfiruka wa atūbu ilaika (O Allah, You are free from every imperfection; praise be to You. I testify that there is no true god except You; I ask Your Pardon and turn to You in repentance),' he will be forgiven for (the sins he may have intentionally or unintentionally committed) in that assembly." [At-Tirmidhi].

Commentary: A senseless, boisterous talk, not related to the life to come, is unprofitable and warrants deprecation. But since it is a small sin, it may be pardoned if one sincerely repents of it. Yet, it cannot be classified under the head of major sins and human-right violations which are unpardonable. Scholars unanimously agree that those sins which can be forgiven upon sincerely reciting the above-mentioned supplication are minor sins which relate to the violation of Allah's Rights, as evidenced by other Ahadith.

Abu Barzah (May Allah be pleased with him) reported: Towards the end of his life, Messenger of Allah (PBUH) would supplicate before leaving an assembly thus: "Subhānaka Allāhumma wa bihamdika, ash-hadu an lā ilāha illā Anta, astaghfiruka wa atūbu ilaika (O Allah, You are free from every imperfection; all praise is for You. I testify that there is no true god except You, I ask Your forgiveness and turn to You in repentance)." A man once said to him: "O Messenger of Allah! You have spoken such words as you have never uttered before." He said, "It is an expiation of that which goes on in the assembly." [Abu Dawud].

Commentary: Messenger of Allah (PBUH) would recite this supplication at the end of every assembly to teach his Ummah how to gain more rewards and to beseech Allah to forgive the lapses which they might have inadvertently committed during the course of a general conversation. There is no indication in the Hadith that he himself used to engage in idle talk while he was with his Companions.

Ibn `Umar (May Allah be pleased with them) reported: Messenger of Allah (PBUH) seldom left a gathering without supplicating in these terms: "Allāhumma-qsim lana min khashyatika mā tahūlu bihi bainanā wa baina ma'āsika, wa min tā'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa minal-yaqīni ma tuhawwinu 'alaina masā'ibad-dunya. Allāhumma matti'na biasmā'inā, wa absārinā, wa quwwatinā mā ahyaitana, waj`alhul-waritha minna, waj`al tharana `ala man zalamana, wansurna `ala man `adana, wa lā taj'al musībatanā fi dīninā, wa lā taj'alid-dunyā akbara hamminā, wa lā mablagha 'ilminā, wa lā tusallit 'alaina man-lā yarhamunā, (O Allah, apportion to us such fear as should serve as a barrier between us and acts of disobedience; and such obedience as will take us to Your Jannah; and such as will make easy for us to bear in the calamities of this world. O Allah! let us enjoy our hearing, our sight and our power as long as You keep us alive and make our heirs from our own offspring, and make our revenge restricted to those who oppress us, and support us against those who are hostile to us let no misfortune afflict our Deen; let not worldly affairs be our principal concern, or the ultimate limit of our knowledge, and let not those rule over us who do not show mercy to us)." [At-Tirmidhi].

Commentary: This Hadith reveals a prayer through which we may be able to reach all that which is good in this world as well as in the Hereafter.

The Ahādith are collected from al-Imam al-Nawawī's Riyād al-Sāliīin of section "Etiquette of Attending Company (meetings) and Sitting with Companions" (Ahādith # 832, 833 and 834)